উদ্দালক

UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩)

A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Academic Journal

ISSN : 2320-9275

প্রধান সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মন্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

ড. অনুপ বিশ্বাস ও ড. সৌরভ দাস

উদ্দালক

UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩

A Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Academic Journal

ISSN: 2320-9275

প্রধান সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

ড. অনুপ বিশ্বাস । ড. সৌরভ দাস

UDDALAK (Vol. 17 Issue II)

A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Academic Journal

Edited by Dr. Santosh Kumar Mandal (Chief editor), Dr. Anup Biswas & Dr. Sourav Das (Joint editors)

© Publisher

Published by

Uddalak Publishing House

15, Shyamacharan Dey Street, 1st Floor, Kolkata-700073

Printed by

Nabaloke Press

5/2, Nerode Behari Mullick Road, Kolkata-700006

Published : September, 2023

Price: 400/-

সূচিপত্র

অনুপ দাস	অদ্বৈত মল্লবর্মণ : উপন্যাসে জীবন ও বাস্তবতার রূপকার	১১
অন্তিমা ভট্টাচার্য	পরভা : বাংলার বিলুপ্তপ্রায় একটি মুখোশনৃত্য	১৯
অভি কোলে	বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনার আলোকে শিশু ও কিশোরসাহিত্য	৩০
ড. অরুণ সরকার	দেড়গজী নাম ও একটি অদ্ভুত লোক	৪১
অসীম বিশ্বাস	গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অনুসারী ধর্মসম্প্রদায় : শ্রীবাস পণ্ডিত গোষ্ঠী ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়	৪৯
আঙ্গুরা খাতুন	মনোজ মিত্রের 'দেবী সর্পমস্তা': সংলাপের ভাষা ও ভাষাগত বিশ্লেষণ	৬৩
আব্দুল সামাদ	অনিল ঘড়াই-এর 'নুনবাড়ি' আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে প্রান্তিক নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম	৭১
ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস	'দিনান্তের আগুন': দেশত্যাগের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি	৮৩
ড. ঋতব্রত বসুমল্লিক	শ্রীচৈতন্যভাগবত-এ শ্রীচৈতন্য : পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম	৯৩
ড. ঋতুপর্ণা বসাক (দাশগুপ্ত)	রবীন্দ্রসৃষ্টিতে মানবতাবাদের প্রভাব	১০৬
ড. গুরুপ্রসাদ দাস	রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর : একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আখ্যান	১১৬
ড. চাঁদমালা খাতুন	বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাস : সমাজজীবন ও সংস্কৃতির আখ্যান	১২৯
তনুশ্রী মণ্ডল	লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আর্ন্তজাতিক স্তরে উদ্যোগ	১৪১
দয়ানন্দ মাঝি	ভিন্নতর পাঠে সাইমন জাকারিয়ার 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'	১৫২
দীপক হাজরা	রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক দর্শন তাঁর ব্রিটিশনীতি: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	১৫৯
দীপঙ্কর নস্কর	জয়নগর – কৃষ্টিময় মতিলাল রাজবংশ	১৬৭
পবিত্র বর্মন	প্রাণী (বন্যপ্রাণী) সংরক্ষণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবনা	১৭৬
পবিত্র বিশ্বাস	সাধারণ শ্রেণীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অবদান	১৮৫
পম্পা দাস	রণবীর পুরকায়স্থ ও ইমাদউদ্দিন বুলবুল-এর উপন্যাসে প্রতিফলিত দেশভাগের চিত্র : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন	১৯৮

পরেশ চন্দ্র মাহাত	"তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ": প্রসঙ্গ বিষ্ণু দে'র কবিতা	২০৩
পৌলমী সরকার	বাংলা সাহিত্যে অর্থনীতি প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সমবায় নীতি"	২১৫
প্রশান্ত কুম্ভকার	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অনুসন্ধান	২২২
প্রীতম চক্রবর্তী	'রক্তে বোনা ধান' ও ননী ভৌমিকের কয়েকটি গল্প	২৩৪
ড. প্রীতম দাস	বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা	২৪৭
বিপ্লবকুমার চন্দ্র	বাংলা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দা	২৫৫
বিশ্বজিৎ রায়	অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে : যোগদর্শন	২৬২
ড. মথুর গুপ্ত	হারানের নাতজামাই : একটি বিদ্রোহের আখ্যান	২৭২
ড. মনুয়া পাঁজা	'আগুনপাখি': দেশভাগের কালে দেশভাগের মন	২৮০
মাধব বর্মন	প্রাচীন বঙ্গের লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি	২৯২
মোহিত কুমার নন্দী	গান্ধিজী ও আন্তর্জাতিকতাবাদ	৩০২
রাহুল মণ্ডল	সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কথাসাহিত্য: একটি অন্বেষণ	৩০৮
রিয়া পাল	শৈলেন ঘোষের নির্বাচিত গল্পগ্রন্থে বৈচিত্রময়তা	৩১৯
ড. লিলি সরকার	মহাশ্বেতার দরদী কথনে আদিবাসী জনজীবন	৩২৮
শিবনাথ দত্ত	বাংলা ভাষায় মহাভারত আলোচনার সূচনা-পর্ব:বঙ্কিম-পূর্বযুগ	৩৪০
ড. শ্যামল রায়	প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : একটি ভাষাশৈলী সন্ধানে	৩৫২
শ্রুতকীর্তি সরকার	মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ; দাম্পত্যসংকট ও সমাজবিগর্হিত প্রেমের পত্রগাথা	৩৬৬
শ্রেয়সী রায়	কল্পপৃথিবীর বয়ানে 'ননসেন্স' বাস্তব : 'সুকুমার' শৈশবের ভূমিকা	৩৭৭
সঙ্ঘমিত্রা কর্মকার	বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক সাগা: গোপাল হালদার	৩৮৮
সত্যজিৎ বসাক	নাটকের মধ্যে নাটক 'বিভাব' এবং শম্ভু মিত্র : বিশ্লেষণ	৩৯৬
সত্যা দেবনাথ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনা-পাওনা' : আর্থ-সামাজিক ও প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত	৪০২
সত্যেন বর্মন	বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিফলন– অথ কিম্	৪১৩
সন্দীপ দাস ও অলিক কুমার মণ্ডল	B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি	৪২২

সমর দাস	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজ্ঞানীদের অবদান	৪৩১
সর্বজিৎ মিত্র	দরদশীল সমাজে নৈতিক কাঠামোর 'সম্পর্ক' সম্বন্ধে : দরদী নীতিশাস্ত্রের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা	৪৪১
সর্বানী পাল	সেলিনা হোসেনের দিনকালের কাঠখড় : সংকট ও সংকটের অভিমুখ	৪৫৫
সাদিয়া আফরোজ সিফাত	অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্পে রাজনীতি ভাবনা	৪৬৬
সিদ্ধেশ্বর মুর্মু	সাঁওতালিভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে মহাকবি	৪৭৫
সুমিত মহন্ত	হিড়বাঁধ পরিমণ্ডলে লৌকিক দেবদেবী : এক অনালোচিত অধ্যায়	৪৮০
সুরজিৎ প্রামাণিক	নজরুলের 'অ-নামিকা' : বাসনার বিপুল আগ্রহ	৪৯০
সুরেন্দ্র নাথ দে	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর কথাসাহিত্য	৫০৩
সুলগ্না ব্যানার্জী	সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাষাশৈলী: একটি পর্যালোচনা	৫১২
সুস্মিতা সাহা	বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে পুরাণ কাহিনির নবরূপায়ন	৫২৮
স্নিগ্ধা চক্রবর্তী	সুমন ও নচিকেতার গানে 'জীবনমুখী' পরিসর : বিস্তৃতি ও বিতর্ক	৫৩৬
হৈমন্তী ব্যানার্জী	গান্ধীজির অহিংসা ও সমসাময়িক বিশ্ব : একটি আলোচনা	৫৪৮

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনার আলোকে শিশু ও কিশোরসাহিত্য

অভি কোলে
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

সারসংক্ষেপ

শিশুরা কল্পনাপ্রবণ। মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তার শৈশব। সেইসময় শিশুদের মন থাকে কোমল, অপরিণত। কৌতূহল থাকে সীমাহীন, আনন্দ থাকে অপরিমিত। শিশুর ভালোলাগা সাহিত্যই শিশুসাহিত্য। শিশুসাহিত্যেই প্রতিফলিত হয় নিত্যকালের জীবনসত্য। শিশুসাহিত্যের সমৃদ্ধির আড়ালে রয়েছে বহুজনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, ছোটোদের ভালোবেসে সাহিত্যচর্চায় নিজেদের নিবেদন করেছিলেন বহুকালের সাহিত্যিকরা। শিশুদের নরম মনে শক্ত ভিত গড়ার প্রেরণা জুগিয়েছে বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ'; সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি। পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রমদাচরণ সেন, ভুবনমোহন রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করেন। শিশুসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যমেধা নিজস্ব ধারায় ও সাধারণ মানুষের বুকের মধ্যে বহমান। প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের শিশুমন প্রকৃতির মধ্যেই তো ধরা পড়ে। সেইকারণে 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দিপুরের অপূর্বর কাহিনিমাত্র হয়ে থাকেনি, সেখান থেকে ধাবিত হয়েছে পাঠকের নিভৃতপুরে। 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের ব্যক্তি ও মানসজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'চাঁদের পাহাড়' কিশোর উপন্যাসের শংকর নির্মল নিরালায় প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের কাছে পেতে

চেয়েছে ভালোবাসা। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' গল্পের জিতু, 'মেডেল' গল্পের স্কুলপড়ুয়া সুধীর, 'তালনবমী' গল্পের নেপাল-গোপাল, 'খুকীর কাণ্ড' গল্পের উমা— বিভূতিভূষণের সৃষ্ট এইসব শিশুরা প্রকৃতির সঙ্গে যেমন একাত্ম তেমনি ভগবত সাধনার অবলম্বন বটে।

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের জন্য লেখা কোনো বই-ই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ লাভ করেনি। 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসের নায়ক নাগার মধ্যে 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কুবেরকে খুঁজে পায়। অবহেলা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে বেড়ে ওঠা নাগা জীবনকে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছে এখানে। সবশেষে, এই দুই বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর উপলব্ধির আলোকে সৃষ্ট শিশু-কিশোর চরিত্রগুলোকে অসামান্য দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলেছেন।

সূচক শব্দ

শিশুসাহিত্য, প্রকৃতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ, জীবনচেতনা।

মূল আলোচনা

মানুষের সুন্দরতম সৃষ্টি হল শিশুসাহিত্য। শিশুসাহিত্যেই প্রতিফলিত হয় নিত্য কালের জীবনসত্য। শিশুরা কল্পনাপ্রবণ। সোনাঝরা ছেলেবেলা শিশুকে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তার শৈশব। এর অন্যতম প্রধান কারণ, সেই সময় শিশুদের মন থাকে কোমল, অপরিণত। কৌতুহল থাকে সীমাহীন, আনন্দ থাকে অপরিমিত। শিশুদের সরল মনে থাকে বিশ্বাসের প্রতি অসীম আগ্রহ, বিচারবুদ্ধিহীন মনে থাকে প্রচুর রসতৃষ্ণা। তাই শিশুর ভালোলাগা সাহিত্যই শিশুসাহিত্য। আমাদের শিশুসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির আড়ালে রয়েছে বহুজনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, ছোটোদের ভালোবেসে সাহিত্যচর্চায় নিজেদের নিবেদন করেছিলেন তাঁরা। শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগে বেশিরভাগ লেখকই শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

শিশুর বয়স সীমার কিছুটা আভাস পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'মুকুল' পত্রিকায় দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, শিশুর বয়সের সীমা আট-নয় বছর থেকে পনেরো-ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। কারণ তিনি মনে করেন শিশুসাহিত্য কেবলমাত্র শিশুদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তা কিশোর বয়স পর্যন্ত প্রসারিত। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু' কিংবা জোনাথন সুইফট -এর গালিভার'স ট্রাভেল্স— এদের অন্তর্নিহিত ভাব তো বড়োদের জন্যই। কিন্তু ছোটোরা মজা পায়, আনন্দ উপভোগ করে। তাই ছড়া-কবিতা কিংবা এই জাতীয় বই তারা ভালোবাসে। রচনার লঘুতা আর কৌতুকের পেছনে রয়েছে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরস। এখানে শিশুরা চটজলদি কৌতুকের ভাব-ভাবনাকে সহজভাবে গ্রহণ করে আনন্দ পায়, খুশি হয়। বলাবাহুল্য, জীবন, জগৎ ও পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জোনাথন সুইফট তাঁর মনের তিক্ততা রঙ্গব্যঙ্গের সাহায্যে গালিভারের ভ্রমণ কাহিনির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শিশুমন পরম কৌতূহলে এই কাল্পনিক মানসিক যন্ত্রণার প্রতীক কাহিনি সহজেই নিতে পেরেছে, আনন্দের পরম আস্বাদ লাভ করেছে। তিনশো বছরেরও বেশি আগে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সাহিত্যিক শাল পেরোল্ত ইউরোপ মহাদেশে প্রথম রূপকথা সাহিত্যের সংকলন করেন। জার্মান দেশের ইয়াকব গ্রিম ও ভিল্হেলম্ গ্রিম জার্মানিতে ছোটোদের রূপকথার সংকলন করে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। আর ডেনমার্কের হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন তো একাই একশো। তিনি ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য-স্রষ্টা। রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র Folk Tales of Bengal (১৮৯৩) গ্রন্থে শিশুদের জন্য সেখানে আছে পাহাড় প্রমাণ রহস্য। তাই বলা যায়, লালবিহারী দে'র এই গ্রন্থটি শিশুসাহিত্য সৃজন ও নির্মাণের পটভূমি। মার্কিনী সাহিত্যের অন্যতম দুই প্রতিভাবান লেখক মার্ক টোয়েন টম ও হাক্লবেরী নামে দুটি দুরন্ত কিশোরের অভিযান কাহিনির রোমাঞ্চ আর কৌতুকের মধ্যে রচিত হয়েছিল ছোটোদের দুখানি ক্লাসিক বই The Adventure of Torm Sawyer এবং Hucklcberry Finn। আসলে লেখক জীবনের সত্যস্মৃতিকে অনেকাংশে প্রতিফলিত করেছেন।

এ তো গেল পাশ্চাত্য দেশে শিশুসাহিত্যের মর্মকথা, বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশে বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য বলা না গেলেও ছোটোদের মানসিকতা গড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শিশুদের নরম মনে শক্ত ভীত গড়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই এই বইগুলিকে শিশুসাহিত্য নির্মাণের অনুঘটক বলা যায়। কেবলমাত্র যে নীতিকথা আর রম্যরচনাই শিশুসাহিত্যের মূলকথা নয়, বিজ্ঞানের আলোকে শিশুমনের উন্মেষ ঘটানোই শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিনখণ্ডে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' (১৮৫৩ – ১৮৫৪ – ১৮৫৯) তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এর কিছু পরে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে উচ্চমানের অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮), প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' (১৮৮৩), ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী' (১৮৯৩) ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' (১৩০২) বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে ছিলেন অঙ্গাঙ্গীভাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজের আগ্রহেই শিশুদের জন্য এই পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন এবং শিশুসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন। নক্ষত্রখচিত সেই মহাকাশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাংলা শিশুসাহিত্য। ছড়িয়ে পড়ল শহর থেকে গ্রামে, দেশ থেকে বিদেশে। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে নয়, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল সাহিত্য। ছোটোদের ভাবনা মাথায় নিয়ে শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ – ১৯৫০) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ – ১৯৫৬)। তাঁরা রচনা করলেন নতুন আঙ্গিকের ছোটোদের সাহিত্য। সৃষ্টি করলেন শিশুদের স্বপ্নের জগৎ।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যমেধা নিজস্ব ধারায় ও সাধারণ মানুষের বুকের মধ্যে বহমান। লেখকের ছোটোদের সাহিত্য জগৎ সম্পর্কে বেশিরভাগ জনেরই ধারণা আছে। প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের মধ্যে সদাসর্বদা এক চিরন্তন শিশুমন অটুট

ছিল যার ফলে স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করা, অজানাকে জানার আগ্রহে তিনি এক বিস্ময়কর অপার আনন্দে ডুবে যেতেন। প্রকৃতির মধ্যেই তো তাঁর শিশুমন ধরা পড়ে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহের ক্রমবিকাশেও আমরা লক্ষ্য করি সেই সহজ-সরল মনোভঙ্গির প্রকাশ। লিখেছেন 'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৮) এর মতো বই। বাংলায় লেখা ছোটোদের সেরা বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করলে 'চাঁদের পাহাড়' কে প্রথম দিকেই রাখতে হবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)-র বুকের ভিতর বিভূতিভূষণ বিছিয়ে দিয়েছেন আটপৌরে জীবনের কথা, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা। বিভূতিভূষণ অনুভব করেছিলেন, মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায় এবং শুনতে পায়ও। তিনি নিজেও সেই বুকের কথা শুনতে পেয়েছিলেন বলেই 'পথের পাঁচালী' শুধু নিশ্চিন্দিপুরের অপূর্বর কাহিনীমাত্র হয়ে থাকে নি। সেখান থেকে ধাবিত হয়েছে পাঠকের নিভৃতপুরে। এই কিশোর উপন্যাসের অপুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছে পাঠকের শৈশব-কৈশোর, এমনকি অজানা আগামী। ছোটোদের কথা ভেবে তার কলমের ডগায় উঠে এসেছে আম কুড়োনোর কথা, গাছ থেকে নোনা পাড়ার কথা, পানিফল তোলার কথা কিংবা নৌকা বাওয়ার কথা। এগুলোই তো সাহিত্যে এনে দিল মুক্তি আর আনন্দের অনুভূতি। মাত্র একুশ বছরের সাহিত্য জীবনে কোনো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে তাঁর মন আবদ্ধ থাকতে চায় নি। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, নদীতীরে, বাঁওড়ের ধারে ঘন সবুজ ঝোপঝাড়ে অংশীদার হয়েছেন সাহিত্যিক। 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের ব্যক্তি ও মানস জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—

> "'পথের পাঁচালী' র মধ্যে লেখক উপন্যাসের বাঁধাপথ অবলম্বন করেন নি। একটি বালক চিত্ত কীভাবে রূপকথার রূপলোকে বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল, জীবনের নানা ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তার সে রূপজগত হারিয়ে গেল না, তারপর পুত্রের মধ্যেও সেই জীবন-প্রতীতি বয়ে চলল— সেই কথাটাই বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্পরূপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।"[১]

তাঁর প্রায় সমস্ত লেখায় ফুটে উঠেছে মাটির কাছে থাকা মানুষের ছবি। তাঁর সৃষ্ট প্রায়

প্রতিটি চরিত্রই এক আশ্চর্য আলো ছড়িয়ে চলে। তাইতো তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য রকম ভাবে সমকালীন ও জননন্দিত।

'চাঁদের পাহাড়' কিশোর উপন্যাসের শংকর চরিত্রের মধ্যেও লেখক অপুর মতোই প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, ভালোবাসা ও পিপাসাকে তুলে ধরেছেন। মানসিক দিক থেকে 'পথের পাঁচালী' র অপুর সঙ্গে 'চাঁদের পাহাড়' এর শংকরের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অপুর মতোই শংকর নির্মল-নিরালায় প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের কাছে পেতে চেয়েছে ভালোবাসা। হরিহরের বন্ধ বাক্স খুলে অপু যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে, কিশোর শংকরও তেমনি ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানি পড়তে পড়তে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। প্রকৃতির অনুপম রূপ-সৌন্দর্যের সুধাপানে অপুর মতোই শংকর নিজের মনকে মাঝেমধ্যে রাঙিয়ে নিয়েছেন। অপুর নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাওয়ার সময় যেমন হয়েছিল, তেমনি শংকরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকায় বসে নিজের ফেলে আসা গ্রামে সপ্তর্ষিমণ্ডলের উজ্জ্বল আলোর স্মৃতি রোমন্থন করেছে। একজন সত্যিকার মানব সন্তান হিসাবে লেখক উপন্যাসে শঙ্করকে যেভাবে ঘটনাধারা অনুসারে দেখিয়েছেন তা শিশু-কিশোরদের মনে শিহরণ, রোমাঞ্চ ও মুক্তির আনন্দ জাগিয়ে তোলে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে শিশুদের মানসিক আর অনুভূতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন শিশুমনের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে এমন ঝরঝরে উৎকৃষ্টমানের শিশুসাহিত্য রচনা করা যায় না। তাঁর গল্পের চরিত্রদের মনে যেমন আছে কল্পনা, ভালোবাসা, কৌতূহল, সাহস, সরলতা, সহানুভূতি কিংবা আত্মসচেতনতা তেমনই আছে চঞ্চলতা, লাজুকতা, অভিমান, ক্রোধ, স্পর্শকারতা, দুঃখানুভুতি, অপমানবোধ ইত্যাদি। 'এয়ার গান' গল্পে হাবুল অত্যন্ত কল্পনাবিলাসী। মুহূর্তে চলে যায় বাস্তব থেকে কল্পনার জগতে। পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য পুরস্কার স্বরূপ সে কাকার কাছ থেকে একটা বন্দুক উপহার পায়। দু-একবার লক্ষ্যভেদ করার পর সে কল্পনা করে—

"বড় হলে সে চলে যাবে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মঙ্গো পার্কের মত। অসংখ্য

জন্তু-জানোয়ার শিকার হবে, ও দেখবে ওর শৌর্য-বিক্রম। .... খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ওর ফটো ছাপানো হবে। ও দাঁড়িয়ে থাকবে হাফপ্যান্ট পরে বন্দুক হাতে, আর পায়ের কাছে পড়ে থাকবে বিরাটকায় হিংস্র জন্তুর নিহত দেহটা।"[২]

'মেঘমল্লার' গল্পসংগ্রহের ঠেলাগাড়ি গল্পে নরুর প্রতি টুনির বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসার সন্ধান পায়। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫) উপন্যাসের নায়ক জিতুর শিশু মনে কৌতুহল লেগেছে অপরিচিত গ্রাম্য প্রকৃতি আর গ্রাম্য পরিবেশে নানারকম সামাজিক নিয়মকানুন দেখার জন্য। জিতুর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও জীবনচেতনা অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আধ্যাত্মবিশ্বাস ও অলৌকিকতার প্রভাবে। সমালোচকের ভাষায়— "দৃষ্টিপ্রদীপ জিতুর দিব্যদৃষ্টির প্রদীপ।"[৩]

ছোটোদের সাহিত্যে বিভূতিভূষণের শিশুরা প্রকৃতির সঙ্গে যেমন একাত্ম, তেমনি ভগবত সাধনার অবলম্বন বটে। তাই এই আধ্যাত্মচেতনা যে কোনো অলৌকিক রহস্যানুভূতি নয়। সুখ-দুঃখ, স্নেহ-মমতা, বিরহ-মিলনের নিবিড়তম উপলব্ধির মধ্য দিয়েই চলমান জীবনের যথার্থ অধিষ্ঠান।

ছোটোরা যে পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠে, পরিচয়-পরিবেশ অবলম্বনে যে অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করে, তার সন্ধান দেয় শিশুসাহিত্য। সেই বিশেষ বিচিত্র পরিস্থিতি আর কৌতুহল জাগানো অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে ওঠে ছোটোদের সাহিত্যের জগত। 'খুকির কান্ড' গল্পে চার বছরের ডানপিটে ডাকাবুকো উমা চরিত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে। তাকে ঘিরে গল্প তরতর করে এগিয়েছে। 'মেডেল' গল্পে স্কুলপড়ুয়া সুধীর চরিত্রটি প্রধান না হলেও উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের সামরিক সৈন্যদলের সার্জেন্ট তার সাহসিকতার জন্য পাওয়া দামি ও ঐতিহ্যমন্ডিত মেডেল বন্ধক দিয়ে ছাড়াতে পারে নি। তারপর নিরুদ্দেশ। সুধীর রাই এখন এর মালিক। গল্পে মাস্টারমশায়ের চরিত্র থাকলেও ছাত্র সুধীরের মেডেল নিয়ে কাড়াকাড়ি ইত্যাদি বেশ সুখকর। 'তালনবমী' (১৯৪৪) গল্পে নেপাল-গোপাল তালনবমীর নেমন্তন্ন না পেয়ে একেবারে বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের শিশুমনে কল্পনা বা আশার পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সংসারে

অবিচার দেখে তারা একেবারেই 'থ'। কোনোরকমে তারা সেইসব সামলে নিয়েছে। জটিপিসিদের বাড়ি হয়ে উঠে তাদের বড়ো আশ্রয়স্থল। 'শিকারি' গল্পেও জংলি দেহাতি কিশোর বালক মাগনিরাম অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। সে জাতে সাঁওতাল, কিন্তু কবির বংশধর। নিজেও কবি। মাতা-পিতা হারা বেশকিছু নাবালক-নাবালিকা চরিত্রও বিভূতিভূষণের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। অল্প বয়সে অনাথ হয়ে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হয়। 'জলসত্র', 'তুচ্ছ', 'মৌরিফুল' এই গল্পগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দাবী ভিন্ন ভিন্ন রকমের। স্বল্প পরিসরে ছোট্ট চরিত্রগুলির সামান্য উপস্থিতিতে বিভূতিভূষণ সংসার পরিচালনার বিষয়টিকেও খুব সুন্দর ও যথার্থ ভাবে তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পের অধিকাংশ শিশু চরিত্র প্রকৃতি সংলগ্ন এবং গল্পের পটভূমিতে প্রকৃতি একটি বিশেষ স্থান নেওয়ার ফলে গল্পগুলি শিশু-কিশোরদের কাছে আনন্দের নীড় হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বড়োদের সমান্তরালে সযত্নে ছোটোদের জন্য, বিশেষ করে কিশোরদের জন্য ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তাভাবনায় স্বভাবতই স্বতন্ত্র ও অভিনব। সেই অভিনবত্ব তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যভাবনার মতো সোজাসাপ্টা কিন্তু প্রখর। তিনি অনুভব করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের আয়োজন অত্যন্ত সমৃদ্ধ, ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রতাপশালী। তাই, বাংলা শিশুসাহিত্যই টেনে এনেছিল মূলতঃ বড়োদের এই লেখককে। তিনি চাইতেন ফুল পাখি মেঘ নদী কিংবা রূপকথা উপকথার পাশাপাশি ছোটোরাও বাস্তবমুখী হোক। কঠিন বাস্তবকে তারা জানুক, সমস্যা-সমাধানের পথ খুঁজে বের করুক। ছোটোদের পাঠসাহিত্য কীরকম হবে, সেই বিষয়ে তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন—

> "বড়োদের জন্য লেখা এমন গল্প যদি বেছে নেওয়া যায় যাতে কিশোর মনকে বিগড়ে দেবার মতো কিছুই নেই, বরং গল্প পড়ে বড়োদের জীবন-সংঘাতের কম-বেশি পরিচয় পেয়ে কিশোর মন নাড়া খাবে, বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা জাগবে, সেইরকম গল্প কিশোরদের পড়তে দিলে দোষ কী?"[৪]

তিনি মনে করতেন, শিশু-কিশোর মনে স্বপ্ন থাকবে, তবে তা অলীক নয়। তাই তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নায়কেরা হিম্মতের মূল্যে স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন নিয়ে বাস্তবে দাঁড়িয়ে লড়াই করা যায় এবং লড়াই জেতাও যায়। যে স্বপ্ন এগিয়ে যাবার পথ দেখায়, শুধু সেইটুকু স্বপ্নই তারা দেখতে অভ্যস্ত।

পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোর সাহিত্য রচনায় মন দেন, তবে তা বড্ড দেরিতে। ছোটোদের লেখক হতে গেলে বড়ো দায়িত্ব নিতে হয়। জীবন গড়ার দায়িত্ব, মানুষ গড়ার দায়িত্ব। এ বিষয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোদের ছোটো না ভেবে তিনি জীবনের কথা, মানুষের কথা শুনিয়েছেন। স্পষ্ট করে তুলেছেন সমাজের আলো-অন্ধকার। 'মৌচাক' পত্রিকায় মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মাঝির ছেলে' (১৯৫৯, নভেম্বর) সমাজমনস্ক উপন্যাসটি 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) এর পরিপূরক রচনা বলেই মনে হয়। 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসের নায়ক নাগা। সতেরো-আঠারো বছরের এক বলিষ্ঠ তরুণ। সে যথেষ্ট ন্যায়নিষ্ঠ, বিবেকবোধসম্পন্ন। অবহেলা আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে বেড়ে ওঠা নাগা জীবনকে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। বরং বলা ভালো সুযোগ করে নিয়েছে। নাগার মধ্যে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের কুবেরকে খুঁজে পাই। 'মাঝির ছেলে' তে চোরা চালানের সাত-সতেরো, ধরনধারণ আর উত্তেজক বর্ণনা থাকায়, ছোটোরা অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজ পেয়েছে। বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় এবং যুক্তির দ্বারা তিনি শক্ত হাতে জীবনকে যেভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন, তা আজও আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন করে বাঁচতে শেখায় এবং অন্যকে বাঁচানোর প্রেরণা জোগায়।

ছোটোদের জন্য লেখার পরিমাণ খুব একটা ভারী না হলেও, ছোটোদের লেখার ক্ষেত্রে তাঁর একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ব্যক্তিগত মুনশিয়ানা ছিল। যে-কোনো মূল্যেই সেই মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি কোনো সময় বিচ্যুত হতে রাজি ছিলেন না। তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় ঢোকার জন্য উঠোনস্বরূপ শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন জীবন তো সংগ্রাম মুখর, তাই কিশোর মনে প্রয়োজনীয় অভিঘাত আসা দরকার । এতে ছোটোদের মনে

জাগবে অনুসন্ধানের আকুলতা। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর 'মাটির কাছের কিশোর কবি' উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি পাঠ করতে গিয়ে শিশুমনে অজান্তেই প্রস্তুত হয়ে যায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কিংবা 'জননী' র মতো চিরায়ত সাহিত্য কীর্তি পাঠ করবার জন্য, বিষয় জানার জন্য। এইসব রচনা শিশু-কিশোর মনকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে, প্রতিমুহূর্তে আবিষ্কারের আমন্ত্রণ জানায়।

জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ নিরাসক্ত এই শিল্পী অবাস্তব অলীক উদ্ভট গল্প একটিও লেখেন নি। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে শিশু-কিশোর মনে গা ছমছম করার রসদ আছে, তবে তা বিজ্ঞান ভাবনায় জারিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের জন্য লেখা কোনো বই-ই তার জীবদ্দশায় প্রকাশ লাভ করেনি। বাংলা ভাষার ছোটোদের জন্য যিনি এতখানি সম্মান জানাতে পারেন, যাদের জন্য লেখায় পরিমাণমতো এবং রুচিসম্মত মশলা ঢালতে পারেন, আক্ষেপ হয় কেন তিনি আরও বেশি কিছুদিন বাঁচলেন না, বেশি লিখলেন না, অন্তত ছোটোদের কথা মাথায় রেখে। তাঁর সার্বিক সাহিত্য ভাবনার প্রেক্ষিতে অধ্যাপক অশোক মিত্রের কথায়—

> "আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, ছাব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক নির্লিপ্ত গদ্যে, আপাত নিরুত্তাপ আবেগে, অবৈকল্যসিদ্ধ বুদ্ধিতে যে রচনায়, কিসের তাগিদ কে জানে, হাত দিয়েছিলেন! ... বাংলা ভাষার সাতশো বছরের শিলাঙ্কিত ইতিহাসে তার তুলনা নেই।"[৫]

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর উপলব্ধি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর সৃষ্ট রচনায় শিশু-কিশোর চরিত্রগুলোকে অত্যন্ত সযত্ন প্রয়াসে অসামান্য দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। এই দুই প্রথিতযশা স্মরণীয় শিশুসাহিত্যিক একদিকে প্রকৃতি আর অন্যদিকে মানুষ এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আর সেই বন্ধনের মাধ্যমে হয়েছে অবশ্যই শিশু। তারা মনে করেন, শিশুই তো সাধনার উত্তর সাধক। শিশুকে ভালোবাসতে পারলে বা তার মতো হতে পারলেই মন সমস্ত সংকীর্ণতা ও মলিনতা মুক্ত হয়।

শিশু-কিশোরের জীবনের সারল্য, সহজাত ও বিস্ময় এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ করেছে যার সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেমের বিষয়টি নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে চরিত্রগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। আসলে এর সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রকৃতিপ্রেমিক দুই লেখকের সহজ-সরল প্রীতিস্নিগ্ধ শিশু-কিশোর সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। তারা শিশু আর প্রকৃতিকে এক অখণ্ড কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। তাদের সৃষ্ট অপাপবিদ্ধ শিশুর সারল্য সমস্ত পাঠকের মনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টির মাধ্যমে লেখকেরাও খুঁজে পায় নিজের শৈশবকে। লেখকও ফিরে গেছেন ফেলে আসা জীবনের সহজ-সরল আনন্দের বিস্ময়মাখানো দিনগুলোতে। আর সেইজন্যই তো মূল্যবোধ আর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুসাহিত্য হয়ে উঠেছে অনন্য, অসাধারণ।

তথ্যসূত্র :

১) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্বিন্যাস সংস্করণ : ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা - ৪৯৭।

২) শীতল চৌধুরী, 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প সমগ্র শিল্প ও নির্মাণে', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৩২।

৩) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য', প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০১৫, পৃষ্ঠা - ২৫৬।

৪) 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র', ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম প্রকাশ : ২০০২, পৃষ্ঠা - ১২।

৫) অশোক মিত্র, 'বাংলা শিশুসাহিত্যের যথার্থ শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ১১৭।